Semester II
CORE COURSE 03
(SOCACOR03T)

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY – II
MODULE 4: CONFLICT PERSPECTIVE

4.3 Lewis Coser

ক্রিয়াবাদ সামাজিক বিচ্যুতি, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে সমাজ জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গরূপে গন্য না করে এক রক্ষণশীল সমাজচিত্র তুলে ধরে — এই ধারণাটি কোসার-এর কাছে গ্রাহ্য ছিল না l কোসার বলেন যে দ্বন্দ্বের পরিণাম সমাজের পক্ষে কখনো কখনো মঙ্গলজনক ও কার্যকরী (functional) হতে পারে l তার দ্বন্দ্ববাদকে Functional Conflict Theory বলা হয় l কোসার-এর মূল অবদান হল যে তিনি শুধু ক্রিয়াবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ পরস্পরবিরোধী এই দুই তত্ত্বের সমালোচনাই করেননি — এদের মধ্যে মেলবন্ধন ও ঘটিয়েছেন l কোসার বলেন দ্বন্দ্বের ফলে সমাজের নমনীয়তা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বাড়ে l ফলে, শেষ পর্যন্ত সামাজিক ঐক্য বজায় থাকার সম্ভাবনা বাড়ে l প্রসঙ্গত এটা মনে রাখা দরকার যে, কোসার মূলত মৃদু দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন — তিনি তীব্র হিংসাত্মক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ করেননি l ক্রিয়াবাদীদের মত তিনিও সামাজিক প্রক্রিয়ার (এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব) পরিনাম-এর ওপর আলোকপাত করেছেন l

কোসার শ্রেণীস্বার্থের বিরোধিতায় দ্বন্দ্বের বীজ খোঁজেননি l একটি অসম সমাজে বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণি যখন প্রচলিত বন্টন ব্যবস্থার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় l এখানে Weber-এর প্রভাব লক্ষণীয় l তিনি বলেন যদি কোন সমাজে প্রতি ব্যক্তি একাধিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান-এর সভ্য হয়, তবে সাধারণত ক্ষোভ প্রকাশ করবার কিছু না কিছু সুযোগ তারা ঠিকই পেয়ে যায় l অথবা, একটি ক্ষেত্রের বঞ্চনার অভিজ্ঞতা অন্য ক্ষেত্রের প্রাপ্তির আনন্দে ঢাকা পড়ে যায় l সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমে আসে l যদি ঊর্ধ্বমুখী সচলতার সুযোগগুলি বঞ্চিত শ্রেণীর সামনে খোলা থাকে তাহলে তারা দ্বন্দ্বের পথে সাধারণভাবে যায় না l দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা তখনই বাড়ে যখন অধীনস্থদের বঞ্চনা চরম (absolute deprivation) থেকে তুলনামূলক (relative deprivation) বঞ্চনার রূপ নেয় l অর্থাৎ শুধু নিজের অবস্থান সম্পর্কে চেতনা যথেষ্ট নয়— যখন অন্যদের অবস্থার নিরিখে নিজের দুর্গতির হিসেব করবে তখনই মানুষ লড়াইতে নামবে l

কোসার দ্বন্দ্বের হিংস্রতার ও তীব্রতার তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন l সিমেল-এর মত গ্রহণ করে তিনি বলেন যদি দ্বন্দ্বের কারণ একটি বাস্তবসম্মত বিষয় হয় তবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি সাধারণত হিংস্র দ্বন্দ্বের পথে যায় না l আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে l কিন্তু, যদি বিষয়টি অবাস্তব অর্থাৎ কোন বিশ্বাস বা মতাদর্শ ভিত্তিক হয়, সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্বরত মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে l ফলে, বহুক্ষেত্রে হিংস্র দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে l আবার, যদি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিষয় নিয়েও কোন দ্বন্দ্ব বহুদিন ধরে চলতে থাকে, তখন ধীরে ধীরে মানুষ বিষয়টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় l ফলে, পরবর্তীকালে বিষয় অপরিবর্তিত থাকলেও দ্বন্দ্বের রূপটি হিংস্র হয়ে পড়ে l দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকে, তবে তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সাধারণত তীব্র ও হিংস্র আকার নেয় না l কারণ, সেই সমাজে অসাম্য ও বিচ্ছিন্নতার মাত্রাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে l

কোসার দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব নিয়েও আলোচনা করেছেন l দ্বন্দ্বের লক্ষ্যমাত্রা যদি সীমাবদ্ধ না হয়, লক্ষ্য নিয়ে যদি গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকে, তবে দ্বন্দ্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় l নেতৃত্বের ওপরেও স্থায়িত্ব নির্ভর করে l নেতাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে লক্ষ্যজয়ের প্রকৃত মাত্রাটি কি l এছাড়া, সভ্যদের ওপর নেতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে l

কোসার দ্বন্দ্বের সদর্থক পরিণামের ওপর বিশেষ আলোকপাত করেছেন l এক্ষেত্রে সিমেল-এর প্রভাব লক্ষণীয় l তিনি দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠী এবং সমগ্র সমাজ — যার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত — এই দুই ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের ফল কি হয় তা আলোচনা করেছেন l তীব্র দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ঐক্য জোরদার করে l তীব্র দ্বন্দ্ব চলাকালীন প্রতি গোষ্ঠীর নিজস্ব সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যায় l এছাড়া, আভ্যন্তরীণ সকল দ্বন্দ্ব বিবাদ ভুলে এক কেন্দ্রিয় ঐক্যের জন্ম হয় l এইসময় সবরকম সামাজিক বিচ্যুতি কঠোরভাবে দমন করা হয় l কিন্তু অবদমিত বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে পরবর্তীকালে নতুন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জন্ম দিতে পারে l

বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব তখনই কার্যকরী রূপ নেবে যখন তা মৃদু ও কম হিংসাশ্রয়ী হয় l বারে বারে এই ধরনের দ্বন্দ্ব হলে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় না l ফলে চূড়ান্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকেনা l বারবার দ্বন্দ্ব হলে অচিরেই দ্বন্দ্বকে ঘিরে সামাজিক রীতির উদ্ভব হয়— ফলে, দ্বন্দ্ব একটি প্রথাসম্মত সামাজিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় l এই ধরনের পরিস্থিতিতে নানা বাস্তবসম্মত বিষয় নিয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়ে l এছাড়া, বহুক্ষেত্রে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংগঠন তৈরি হয় l ফলে , সমাজের নমনীয়তা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বাড়ে l এভাবে সামাজিক ঐক্য দীর্ঘজীবী হয় l

কোসার দ্বন্দ্বের ধ্বংসাত্মক পরিণামের বিষয়ে নীরব থেকেছেন l ফলে অনেকের কাছেই তার দ্বন্দ্ববাদ বস্তুত ক্রিয়াবাদেরই নামান্তর l এছাড়া তার দ্বন্দ্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কিত ভাবনায় নতুনত্ব যেমন আছে, তেমনি কিছু অপূর্ণতাও রয়েছে l স্থায়িত্বকে তিনি সর্বদা পরিণাম হিসেবে দেখেছেন l স্থায়িত্বের ভিন্নতা কিভাবে দ্বন্দ্বের প্রকৃতিতে ভিন্নতা আনে তা তিনি আলোচনা করেননি l তিনি মূলত দ্বন্দ্বের একটি সমগ্র চিত্র তুলে ধরেছেন — যেখানে তিনি দ্বন্দ্বের কারণ, রূপ, স্থায়িত্ব এবং পরিণাম সবকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন l